ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মো: মিজানুর রহমান*

Inheritance of Women in Religious Succession Law: A Comparative Study

ABSTRACT

Women's right is one of the most talked-about issues of today. Inheritance is the most important component of women's rights. Different civilizations and religions consider women from different viewpoints and perspectives. Some civilizations denied their rights completely, while some others recognized their dignity and rights. Against this backdrop, this article has been prepared to conduct a comparative study to analyze the status between different religious laws pertaining to provisions for inheritance of women. As scope of the study the religions of Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam have been selected for comparison. Descriptive, analytical and comparative methods have been adopted in preparing the article. The study has been able to prove that different civilizations of the world have deprived women from their rights especially from right of inheritance, while it is only Islam which has provided true dignity and right of inheritance to them.

Keywords: inheritance of women; religion; inheritance law; Islam and women.

সারসংক্ষেপ

নারী-অধিকার বর্তমান সময়ের আলোচিত একটি বিষয়। নারী অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার সম্পদের উত্তরাধিকার। বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম নারীকে ভিন্ন ভিন্ন

* ম্যানেজার অপারেশনস ও এসিস্টান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বংশাল শাখা, ঢাকা।

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। কোন কোন সভ্যতায় নারীকে তার সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবার কোন কোন সভ্যতায় তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনে নারীর প্রাপ্য অংশ বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। গবেষণার পরিধি হিসেবে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মকে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিশেষত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার-বঞ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছে।

মূলশব্দ: নারীর উত্তরাধিকার; ধর্ম; উত্তরাধিকার আইন; ইসলাম ও নারী।

ভূমিকা

উত্তরাধিকার আইন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তানো যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করে। উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো একেবারেই পারিবারিক বলে পারিবারিক আইন অনুযায়ীই এগুলো পরিচালিত হয়। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের, এমনকি উপজাতীয়দেরও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আছে। এসব আইনে নারীর অংশ বিষয়েও আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা 'নারী অধিকার' নিয়ে সারা পৃথিবী আজ সরব। সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্ন লেখায় 'নারী অধিকার' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমালোচিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মে নারী অধিকারের পরিধির বিষয়টিও। অনেকে অজ্ঞতা ও প্রতিহিংসাবশত ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাদের অভিযোগগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করার জন্য অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান আলোচনা প্রয়োজন। উক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র প্রবন্ধে ইসলামের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার অংশ নিয়ে আলোচনা করে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাহিলি যুগে নারীর আর্থিক অধিকার

জাহিলি যুগে ইয়াতীম মেয়ে ও বিধবাদের অবস্থা খুবই করুণ ও মারাত্মক ছিল। অভিভাবকরা তাদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করতো। ইয়াতীম মেয়েদের ভাল সম্পদকে খারাপ সম্পদের সাথে বদল করে নিত এ ভয়ে যে, বড় হয়ে তারা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। উপরন্তু, ধন-সম্পদের লোভে অভিভাবকরা ছোট ছোট

ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করার মানসে তাদের ঘরে আটকে রাখতো। কোন আন্ত রিকতার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদ কুক্ষিগত করার হীন মানসিকতার উদ্দেশ্যেই তা করা হতো। মহিলাদেরকে মীরাসের অংশ দেয়া হতো না। বরং শক্তিশালী ছেলে ওয়ারিস হতো, যে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যে অশ্ব ও অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী, তাকেই মীরাসের সিংহভাগ দেয়া হতো। দুর্বল-অসহায় ও মেয়ে ওয়ারিসকে বঞ্চিত করা হতো।

কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার অভিভাবক কাছে এসে তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভাল করেই জানতো যে, এ মহিলা নিশ্চিতভাবে তারই জন্য গচ্ছিতা ও রক্ষিতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারতো অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারতো। কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখতো, যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যেতো না, আবার তালাকপ্রাপ্তাও বুঝা যেতো না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কথিত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখতো। সম্পদের লোভে স্বীয় ইচ্ছামতো যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতো আবার যে কোন মুহূর্তে তালাক দিয়ে দিতো। এভাবে নারী জাতির মর্যাদার অধঃপতনের কারণে জাহিলিয়াতের পারিবারিক বন্ধনও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এ হলো জাহিলিয়াতের নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের খণ্ড চিত্র। আর এ জগদ্দল পাথর মানুষের মন ও মানসে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, ইসলাম আসার পরও তাদের বিশ্বাসে এ প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল যে, মেয়েরাও কি মীরাস পেতে পারে? যেমন আল্লাহ যখন ঘোষণা করলেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।"[১]

তখন অনেকে তার প্রতিবাদ করেন। 'আল আউফি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহর নবী এই আয়াতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ, নারী ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেন, তখন কেউ কেউ তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, নারীকে চারের এক অথবা আটের এক, মেয়েকে দুয়ের এক, এমনিভাবে ছোট শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কেউ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না। তারা কিভাবে সম্পত্তির অংশ পেতে পারে? অতএব, তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকো, কোন

১. আল কুরআন, ৪ : ১১

কথা বলো না, সম্ভবত রাসূল স. তা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে তা পরিবর্তন করার জন্য বলব। অতপর তারা রসূলের স. কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয় অথচ সে অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের মাঠে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মীরাস দেয়া হয়, যে কোন কাজেই আসে না। ইবনে আবী হাতীম ও ইবনে জারীর উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'[২]

হিন্দু ধর্মে নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব

হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হলো বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। প্রথা অর্থাৎ যে সকল রীতিনীতি হিন্দু পরিবার অথবা কোন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত ছিল, সেগুলো হিন্দু আইনে পরিণত হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুটি আইন চালু রয়েছে। যথা-১) মিতাক্ষরা পদ্ধতি ২) দায়ভাগ পদ্ধতি।

মিতাক্ষরা পদ্ধতি

হিন্দু ওয়ারিসী স্বত্ব আইন বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম মিতাক্ষরা। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক এটি রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এ আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরজীবী সূত্রে অংশীদার হয়। তাই এ আইনে পিতা,পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে। মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা-১) গোত্রজ সপিণ্ড, ২) সমানোদক ও ৩) বন্ধু।

২. সাইয়েদ কতুব শহীদ, *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, ২০০১) খ. ৪, পৃ. ৫৯

عن ابن عباس قوله: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المراة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، انعطي الجارية نصف ما ترك ابوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا

ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর* (ছৈয়দা: দারুল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৮৮২; ইবনু জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ানি ফী তা'বীলিল কুরআন* (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০), খ. ৭, পৃ. ৩২

গোত্রজ সপিণ্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রম	ওয়ারিস	সংখ্যা
১	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধঃস্তন পুরুষ	৬
২	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধতন পুরুষ	৬
৩	উপরোক্ত উর্ধতন পুরুষের পত্নীগণ	৬
৪	উপরোক্ত ৬টি উর্ধতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশধারায় ৬টি অধঃস্তন পুরুষ (৬×৬)	৩৬
৫	বিধবা স্ত্রী, কন্যা ও কন্যার পুত্র	৩
	মোট	৫৭

সারণি-১: মিতাক্ষরা আইনে সপিণ্ডের তালিকা

উল্লেখ্য, গোত্রজ সপিণ্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। আবার সমানোদক শ্রেণির কেউ বেঁচে না থাকলে বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। প্রথম শ্রেণির কেউ না কেউ বেঁচে থাকতে পারে, তাই ২য় ও ৩য় শ্রেণির উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ।

দায়ভাগ পদ্ধতি

মিতাক্ষরার মতই দায়ভাগ একটি হিন্দু ওয়ারিসী স্বত্ব আইন বিষয়ক গ্রন্থের নাম। এটি জীমূতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের হিন্দু সমাজে এ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিণ্ডদান শর্ত।

যারা পিণ্ডদান করে তাদেরকে সপিণ্ড বলে। মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের উর্ধ্বতন এবং নিম্নতম তিন পুরুষদেরকে বলা হয় সপিণ্ড। দায়ভাগ আইন অনুয়ায়ী তিন শ্রেণির লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা- ১) সপিণ্ড, ২) সাকুল্য ও ৩) সমানোদক।

পিণ্ড

হিন্দু মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে তার সপিণ্ডরা আতপ চাল, পাকা কলা, গরুর কাঁচা দুধ, গঙ্গাজল, ঘি, মধূ, তিল, গুড়, কর্পুর ইত্যাদি একটি পিতলের পাত্রে বা মালসায় মেখে যে মিশ্রণ তৈরি করে সেটাই পিণ্ড। এবং সেটি গঙ্গাজলে অথবা অন্যকোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। সপিণ্ড মোট ৫৩ জন, এরা প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী। সপিণ্ডের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রম	ওয়ারিস	সংখ্যা
১	পুত্রের পক্ষ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা-পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং কন্যার তরফ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা- কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র	৬
২	পিতার তরফ হতে উর্ধতন তিন পুরুষ এবং মাতার তরফের তিন পুরুষ	৬
৩	ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভ্রাতার পুত্রের পুত্র, এভাবে খুড়ার তিন পুরুষ, পিতার খুড়ার তিন পুরুষ, ভগ্নির পুত্রের তিন পুরুষ, ভ্রাতার কন্যার পুত্র ও তিন পুরুষ, পিতার কুড়ার কন্যার খুড়া ও তিন পুরুষ, মামা ও তার তিন পুরুষ, মাতার খুড়া ও তার তিন পুরুষ, মামার কন্যার পুত্র, মামার পুত্রের পুত্র	৩৬
৪	বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার মাতার মাতা	৫
	মোট	৫৩

সারণি-২: দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের তালিকা

সপিণ্ডের উপরোক্ত কেউ জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণির কেউ উত্তরাধিকারী হবে না ।[৩]

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে হিন্দু নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব

- দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। এরা আবার দুই প্রকার। পিতৃকুলের সপিণ্ড এবং মাতৃকুলের সপিণ্ড। পিতৃকুলের সপিণ্ড বর্তমান থাকলে মাতৃকুলের সপিণ্ডরা স্বত্ব পায় না। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না। মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডদের প্রথম ৪ স্তরের অর্থাৎ পুত্র বা পুত্রের বিধবা স্ত্রী, পৌত্র বা পৌত্রের বিধবা স্ত্রী, প্রপৌত্র বা প্রৌত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। পেলেও, তাতে জীবনস্বত্বের[৪] শর্ত প্রযোজ্য।
- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পত্তি হতে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় নারীর না পাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, কারণ উল্লেখিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকে।

---

৩. এলিনা জুবাইদি বেবী, কাজী নজরুল ইসলাম ও সাধন কুমার নন্দী, *দৈনন্দিন জীবনে আইন* (ঢাকা: ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচী ১ম প্রকাশ ১লা এপ্রিল, ২০০৩), পৃ. ৪০-৪৩

৪. জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায়, যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সম্পত্তি শুধুমাত্র ভোগ করে যাবে। সম্পত্তি দান, বিক্রি বা উইল করতে পারবে না। অর্থাৎ মালিকানার পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ ঐ সম্পত্তির ওপর তার পূর্ণ অধিকার থাকে না। এ সম্পত্তিতে সীমিত অধিকার জন্মায়।

- জীবনস্বত্ব কেড়ে নেয়া হয় যদি অবিবাহিত কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তদ্রুপ বিধবা যদি অন্যত্র বিবাহ করে তারও ভোগস্বত্ব বাতিল হয়। জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে।
- তবে বাস্তবতা এই যে, কন্যাসহ অন্য চারজন মহিলাকে সপিণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের অংশ পাবার তেমন সম্ভাবনা নেই। পেলেও তাতে আবার জীবনস্বত্বের শর্ত প্রযোজ্য।
- দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। অন্যান্য ওয়ারিসগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও, যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।
- সপিণ্ড প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী। ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন মহিলাকে শর্ত ভিত্তিক সপিণ্ডের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারণ এ ৫জন মহিলার পুত্র আছে অথবা পুত্র হওয়ার সম্ভবনা আছে। সেই পুত্র মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিতে পারে। তাই এ ৫ জন মহিলাকে সপিণ্ড বলা হয়।
- মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।
- মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। ফলে পিতার জীবিতাবস্থায়ই পুত্র তার অংশ দাবি করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না।
- মিতাক্ষরা আইনে ৫৭ জন সপিণ্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল মহিলা, আর বাকী ৫২ জনই হল পুরুষ। দায়ভাগ আইনেও ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন হল মহিলা। আর এ ৫ জন নারীকে সপিণ্ডের এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের মীরাস পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। স্ত্রী সপিণ্ডের চার নম্বর তালিকায়, মেয়ে পাঁচ নম্বর তালিকায়, মা আট নম্বর তালিকায়, দাদি চৌদ্দ নম্বর তালিকায় এবং প্রপিতামহী অর্থাৎ পিতার পিতার মা বিশ নম্বর তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
- উল্লেখিত ৫ জন সপিণ্ড মহিলা শুধুমাত্র জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পায়। অর্থাৎ যতদিন সে বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র তা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে। তা বিক্রি, দান বা হেবা কোন কিছুই করতে পারবে না। কুমারী কন্যার যদি বিবাহ হয় তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার হারাবে, অনুরূপভাবে বিধবা স্ত্রী যদি পুর্নবিবাহ করে, তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না।

- কোন মহিলা যদি তার মৃত কোন মহিলা বা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পায়, তবে তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি যার নিকট থেকে পেয়েছিল তার কাছে ফেরত যাবে।
- পূর্বে হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবা কোন অংশ পেত না। ১৯৩৭ সালে সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত (১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন) পাশ হবার পর মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের সাথে অংশ পায়। উক্ত আইনটি ১৪-০৪-১৯৩৭ হতে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে অযোগ্য ব্যক্তি, যেমন অন্ধ, খঞ্জ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কুষ্ঠ বা অন্য কোন দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, পাগল ইত্যাদি হিন্দু মীরাসী আইনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে না।[৫]

বৌদ্ধ আইনে নারীর উত্তরাধিকার

বৌদ্ধদের আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকলেও হিন্দুদের দায়ভাগ আইন তাদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধগণও উত্তরাধিকার বিধানের ক্ষেত্রে হিন্দু দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। মিয়ানমারের বৌদ্ধ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। তাদের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ:

১. পুত্র
২. পৌত্র
৩. প্রপৌত্র
৪. দত্তক পুত্র
৫. সৎ মাতার পুত্র
৬. অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান
৭. ভ্রাতা ও ভগ্নি
৮. পিতামাতা
৯. পিতার পিতামাতা
১০. দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ((ক) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী, (খ) খুড়া ও খুড়ি, (গ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ, (ঘ) কাজিন, (ঙ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর পৌত্র

৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব: বেবী ও অন্যান্য, *দৈনন্দিন জীবনে আইন*, পৃ. ৪২-৫৫; হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫, ১৯৫৬ ও ২০০৫ (সংশোধনী)।

ও পৌত্রীগণ, (চ) কাজিনের সন্তানগণ, (ছ) কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ ও (জ) কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ।[৬]

মিয়ানমারের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের যে তালিকা আমরা দেখতে পেলাম, তাতে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। দীর্ঘ তালিকায় প্রপৌত্র, সৎ মাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্র স্থান পেল, অথচ মৃতের স্ত্রী, কন্যা ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। তবে সম্প্রতি এসব আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। যেমন ছেলে ও মেয়ে উভয়ে ওয়ারিস হতে পারবে। একইভাবে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অংশ নির্ধারণসহ বিভিন্ন ওয়ারিসী স্বত্বে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।[৭]

ইয়াহুদী আইনে নারীর উত্তরাধিকার

এ ধর্মের আইনে উত্তরাধিকারে কন্যা, মা, বোন বা অন্য কোন হিসেবে থেকে নারীর কোন অংশ নেই, যদি মৃতের পুত্র, পিতা, ভাই, চাচা বা সমজাতীয় নিকটতম কেউ বেঁচে থাকে। অতএব, এ ধর্মে উত্তরাধিকারের হকদার হওয়ার জন্য পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও চাচার সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। পুত্র সন্তান থাকলে পিতার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র সেই উত্তরাধিকার পাবেন এবং অন্য সব আত্মীয় বঞ্চিত হবেন। বিবাহিত পুত্র অবিবাহিত পুত্রের দ্বিগুণ পাবেন। তবে এ আইনে মৃতের পুত্র বা পৌত্র না থাকলে কন্যা ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হয়। কুমারী ও অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ হওয়া পর্যন্ত পিতার ত্যাজ্যসম্পত্তিতে লালিতপালিত হওয়ার অধিকার রাখে। বিবাহিতা কন্যাগণ ভাইদের কাছে পিতার ত্যাজ্যসম্পত্তি থেকে নিজ মোহরের অর্থ ফেরত চাইতে পারেন। স্ত্রী তার স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারী হতে পারবেন না। যদি বিবাহের সময় স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবেন মর্মে শর্তারোপ করা হয়, তবে পুত্র বা অন্য ওয়ারিস থাকলে উক্ত শর্ত বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। তবে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বিধবা স্ত্রী জীবনধারণের ব্যয়নির্বাহ বা জীবনস্বত্ব ভোগ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন অংশিদারিত্ব ছাড়াই এককভাবে স্বামী

৬. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার* (ঢাকা: আই. আর .এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৯-১৪০

৭. Yee Yee Cho, "Women's Rights under Myanmar Customary Law", *Dagon University Research Journal*, Vol. 4, 2012, pp 57-66; *The Myanmar Buddhist Women's Special Marriage Law (draft)*: A. E. Rigg, "The Buddhist Law of Succession in Burma", *Journal of Comparative Legislation and International Law*, Published by: Cambridge University Press, Vol. 13, No. 1 (1931), pp. 43-55.

অধিকারী হবেন। মা তার ছেলে বা মেয়ে কারও সম্পত্তিতে ওয়ারিস হতে পারবে না। পিতার অবর্তমানে মা মৃত্যুবরণ করলে পুত্র সন্তান এককভাবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। পুত্র সন্তান না থাকলে মেয়ে, ছেলে-মেয়ে কেউ না থাকলে পিতামাতা, পিতামাতা না থাকলে দাদা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।[৮]

খ্রিস্ট ধর্মে নারীর মীরাস

খৃষ্টানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫-এর মাধ্যমে। সাকসেশন অ্যাক্টের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে:

ক. কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে একই মর্যাদার অধিকারী হয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সমান অংশ লাভ করে। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে সমান অংশে সম্পত্তি পায়।

খ. কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বণ্টনের সময় আপন বৈমাত্রেয় ভাই বা বোন সমান মর্যাদার উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ সৎ ও আপন ভাইবোন সমান অংশে সম্পত্তি লাভ করবে।

গ. কোন মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি উইল করে যায়, তবে তা বিলি বণ্টন করা যাবে না। তবে উইল যদি আইনগত ত্রুটির কারণে অকার্যকর হয়, তবে সেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকীদের অধিকার জন্মাবে। পরিমাণ নিয়ে উইল করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করতে পারেন।

খ্রিস্টান উত্তরাধিকারী আইনের বর্ণনা

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খৃষ্টানদের জন্য আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বরং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ খৃষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য।

সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ এর ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

১. স্বামী বা স্ত্রী ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে উত্তরাধিকারী হবে:

৮. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আহমদ শালাবী, *মুকারানাতুল আদইয়ান (আল-ইয়াহুদিয়্যাহ)*, (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৬৬খ্রি.), পৃ. ২৭৫; মুহাম্মদ হাফেয সাবরী, *আল-মুকারানাত ওয়াল মুকাবালাত বায়না আহকামিল মুরাফা'আত ওয়াল মু'আমালাত ওয়াল হুদূদ ফীশ শারঈল ইয়াহুদী ওয়া নাযাঈরীহা মিনাশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (মিসর: মাতবা'আতু আমীন হিনদিয়্যাহ, ১৯০২খ্রি.), পৃ. ২৩; মুহাম্মদ শুহুদ, *ফিকহিল মাওয়ারিছ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৮

ক. যদি কোনো রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় যেমন সন্তান, পিতা, মাতা, ভাইবোন না থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রী পুরো সম্পত্তিই পাবে।

খ. যদি কোন সন্তান থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে সম্পত্তির $^{১}/_{৩}$ অংশ। সন্তানেরা সমানভাবে পাবে $^{২}/_{৩}$ অংশ।

গ. যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে $^{২}/_{৩}$ অংশ। অন্য আত্মীয়-স্বজনরা $^{১}/_{৩}$ অংশ সমানভাবে বণ্টন করবে।

২. সন্তান ঃ মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে সন্তানরা নিম্নলিখিতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়-

ক. মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রী রেখে গেলে অথবা মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে স্বামী রেখে গেলে সন্তানগণ মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে $^{২}/_{৩}$ অংশ লাভ করবে।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা বা অন্যান্য রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না।

গ. মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মেয়ে সবাই সমান হারে সম্পত্তি পাবে।

ঘ. মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যার সাথে যদি মৃত সন্তানের পুত্র বা কন্যা থাকে, তবে এরা মৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩.পিতা ঃ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তখনই কেবল পিতা সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এ ক্ষেত্রে মৃতের স্ত্রী/স্বামীর অংশ ($^{২}/_{৩}$) বাদ দিয়ে বাকি অংশ ($^{১}/_{৩}$) পিতা পাবে।

৪. মাতা ঃ মাতা মৃতের উত্তরাধিকারী হবেঃ

ক. যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন না থাকে, তখনই কেবল মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে।

খ. মৃত ব্যক্তির যদি শুধু ভাই বা বোন থাকে, তবে মা তাদের সাথে সমানভাবে পাবে।

গ. মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী-স্ত্রী, সন্তান পিতা বা কোন ভাইবোন না থাকে, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

৫. ভাইবোন এবং ভাইবোনের সন্তান ঃ যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা-মাতা না থাকে তখনই কেবল ভাইবোন এবং তাদের সন্তানাদি উত্তরাধিকারী হবে।

খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনের পর্যালোচনা

খৃষ্টান আইনে যে সমস্ত মহিলাকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তাদের সংখ্যা মোট ৪ জন। যথা স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও মাতা। এদের মধ্যে বোন ও মাতাকে এমন স্থানে রাখা

হয়েছে যে, এদের না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন মাতার বেলায় বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন থাকে, তখন মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে না। এ আইনে বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন, দাদী-নানীর জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এ আইনে আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলো: স্বামী-স্ত্রী নয় এমন মিলনে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে অংশ পাবে না। এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে বৈধ করা হয়েছে, অথচ জারজ সন্তানকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ শাস্তি দেয়া উচিৎ ছিল যাদের অবৈধ মিলনে এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।[৯]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় উত্তরাধিকারে নারীর অংশ নিয়ে আলোচনার জন্য পবিত্র কুরআনের উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত উল্লেখ করা জরুরী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যেসব বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উত্তরাধিকার আইন অন্যতম। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র দুই কন্যার অংশের সমান পাবে, আর যদি কন্যা দুইয়ের অধিক হয় তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। একমাত্র কন্যা হলে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা (প্রত্যেকে) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তা হলে মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাইবোন থাকে,

৯. আইন ও সালিশ কেন্দ্র, *খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন* (ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০), পৃ. ৬-৯

তাহলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে; আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। এটা তারা যে অসিয়ত করে যায়, তা আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ এ সকল তোমাদের কৃত অসিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ। যদি তারা তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে তারা সকলে একত্রে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এটা কৃত অসিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। এ শর্তে যে, কারো ক্ষতি না করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।"[১০]

তিনি আরও বলেন:

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

"(হে নবী) লোকেরা আপনাকে (উত্তরাধিকারের) বিধান জিজ্ঞাস করে, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে। এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকার হবে, যদি তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয়, তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয়ে থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।"[১১]

ইসলামী আইনে নারীর মীরাসের অংশসমূহ

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে ইসলামী আইনে নারীর উত্তরাধিকারের যে অংশ নির্ধারিত হয় তা নিম্নরূপ:

১০. আল-কুরআন, ০৪ : ১১-১২
১১. আল-কুরআন, ০৪ : ১৭৬

স্ত্রীর মীরাস

স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করবে। এর দুটি অবস্থা রয়েছে:

এক. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক;
দুই. সন্তান থাকলে আট ভাগের এক।

কেউ যদি একের অধিক স্ত্রী রেখে যান, তবে তাদের মিরাস বৃদ্ধি পাবে না। বরং উপরের অবস্থার আলোকে $^{১}/_{৪}$ ও $^{১}/_{৮}$ অংশ তাদের মধ্যে সমহারে বণ্টিত হবে।[১২]

কন্যার মীরাস

কন্যা তার পিতার উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার তিনটি অবস্থা রয়েছে:

এক. কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. কন্যা যদি একাধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ পাবে;

তিন. কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তবে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে।[১৩]

মাতার মীরাস

মৃত ব্যক্তির মাতা তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। এ জন্য তিনটি অবস্থা বিদ্যমান:

এক. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে বা পুত্রের সন্তান বা অধঃস্তন কেউ থাকে অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা ছয় ভাগের এক পাবে;

দুই. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী বা কোন অধঃস্তন অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মাতা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে;

তিন. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী বা কোন অধস্তন অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর মাতা তিনভাগের এক ভাগ পাবে।

সহোদর বোনের মীরাস

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সহোদর বোন মীরাস পাবে। এর তিনটি অবস্থা রয়েছে:

১২. শায়খ ইবনু উছায়মিন, *ফিকহুল মাওয়ারিস* (মিসর: দারে ইবনে জাওজী), পৃ. ৭৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

এক. সহোদর একজন হলে অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে;

দুই. দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে;

তিন. মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ থাকলে বোন আসাবা[১৪] হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত দুইজন অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে তারা অংশ পাবে।

পৌত্রীদের মীরাস

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) অংশ রয়েছে। এ জন্য কয়েকটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়:

এক. যদি মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. পৌত্রী যদি একাধিক হয় এবং কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে পাবে দুই তৃতীয়াংশ;

তিন. মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলে পৌত্রীগণ পাবে ছয় ভাগের এক।

বৈমাত্রেয় বোনের মীরাস

মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয় বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির এমন বোন মীরাস পায়। তবে তাদের কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করতে হবে :

এক. এমন একজন বোন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে তবে শর্ত মৃতের কোন সহোদর বোন থাকতে পারবে না;

তিন. মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে সে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সকলেই পাবে এক ষষ্ঠাংশ;

চার. সহোদর দুই বা ততোধিকের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে অথবা মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ আসাবা হবে। সহোদর বোনগণ তাদের তিনভাগের দুই ভাগ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগণ পাবে।

বৈপিত্রেয় বোনের মীরাস

পিতা দুইজন; কিন্তু মাতা একজন। এ ধরনের বোনও মৃত ব্যক্তির মীরাস পাবে। তার জন্য কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:

১৪. আসাবাঃ আসাবা মানে দল, সংঘ, স্বগোত্র ব্যক্তি, জ্ঞাতি, স্নায়ু, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি। ফারায়িযের পরিভাষায় যাদের জন্য কুরআন-হাদীসে অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, কিন্তু তারা আসহাবুল ফারায়িয বা যাবিল ফুরুযের অংশগ্রহণ করার পর অবশিষ্টাংশ সম্পদের হকদার হয়।

এক. যদি একজন হয় তবে এক ষষ্ঠাংশ পাবে;

দুই. বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশ।

দাদীর মীরাস

কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দাদী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে। মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা না থাকলে দাদী এক ষষ্ঠাংশ পাবেন।

মীরাসে নারীর অংশসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরে বিভিন্ন ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ধর্মসমূহ নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। নিম্নে নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মে[১৫] নির্ধারিত তাদের উত্তরাধিকারের অংশ উপস্থাপন করা হলো:

মা হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের মায়ের নির্ধারিত মিরাস নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের সন্তান থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত	√	×	×	√
মৃত নিঃসন্তান হলে	ঐ	√	×	√	√

সারণি-৩ : বিভিন্ন ধর্মে মায়ের মীরাস

স্ত্রী হিসেবে

মৃতের স্ত্রীর মিরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের সন্তান থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত	×	×	√	√
মৃত নিঃসন্তান হলে	ঐ	×	√	√	√

সারণি-৪: বিভিন্ন ধর্মে স্ত্রীর মীরাস

১৫. এখানে হিন্দুধর্ম দ্বারা দায়ভাগ পদ্ধতি, বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা মায়ানমারের বার্মান বৌদ্ধ এবং খ্রিস্ট ধর্ম দ্বারা ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন বুঝানো হয়েছে।

কন্যা হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের কন্যার মিরাসীস্বত্ব নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের পুত্র থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত[১৬]	×	×	√	√
শুধুমাত্র ১ বোন হলে	ঐ	×	√	√	√
ভাই ছাড়া একাধিক বোন হলে	ঐ	×	√	√	√

সারণি-৫: বিভিন্ন ধর্মে কন্যার মীরাস

বোন হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের বোনের নির্ধারিত মিরাস নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের ছেলে/ ছেলেমেয়ে থাকলে	×	×	×	×	×
মৃতের ছেলে ছাড়া মেয়ে থাকলে	×	×	×	×	আসাবা
মৃতের সন্তান না থাকলে	×	√	×	√	√
বৈপত্রেয় বোন	×	×	×	×	√
বৈমাত্রেয় বোন	×	×	×	×	√

সারণি-৬: বিভিন্ন ধর্মে বোনের মীরাস

দাদী হিসেবে

মৃতের দাদির মিরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের পিতমাতা থাকলে	×	×	×	×	×
মৃতের পিতামাতা না থাকলে	৪র্থ পর্যায়ে	√	×	×	√

সারণি-৭: বিভিন্ন ধর্মে দাদীর মীরাস

১৬. ২০০৫ সালের আইনে বোনের সমান অধিকার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পৌত্রী হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের পৌত্রীর মিরাসীস্বত্ব নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতেরমেয়ে বা ছেলে থাকলে	×	×	×	√	√

সারণি-৩: বিভিন্ন ধর্মে মায়ের মীরাস

বিভিন্ন ধর্মে নারীর মীরাসের অংশ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে:

- জাহিলি যুগে মীরাসের মানদণ্ড ছিল দুটি : বংশ ও কারণ। বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে বালক শিশু ও নারীদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। অন্যদিকে কারণ হেতু মীরাস দেয়া হতো বীর পুরুষ যুদ্ধবাজ সন্তানদেরকে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে আনত।
- অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে নারীদেরকে জীবনস্বত্বে মিরাস দেয়া হয়নি। জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায় জীবন যতদিন আছে ততদিন তা শুধু ভোগ করতে পারবে। ঐ পরিবারের অন্য কোন পুরুষের সহায়তা ব্যতীত তা বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে তাদেরই স্বত্ব হিসাবে গণ্য হয়। তারা এটি যেভাবে চান সেভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারবেন। তারা তা নিজের কাছে রেখেও দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে বিক্রি, বন্ধক, হেবা, দান বা অন্যভাবে হস্তান্তরও করতে পারেন। এতে পরিবারের কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।
- কোন কোন ধর্মে মহিলাদেরকে এমন স্থান বা পর্যায়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের মিরাস লাভে অনেকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামের মিরাস বণ্টন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মহিলারা কোন ক্রমেই বঞ্চিত হয় না। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা যে কোন পরিস্থিতিতে বা যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন, অবশ্যই মীরাস পাবে। যেমন জনৈক পুরুষ লোক মৃত্যুর সময় ছেলে, মেয়ে, পৌত্র, পৌত্রী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, চাচা, তিন প্রকারের ভাই ও বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) রেখে গেলেও স্ত্রী, কন্যা ও মাতা মীরাস পাবেই।
- ইসলামের মীরাসী আইনে নিম্নলিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না (১) পিতা (২) মাতা (৩) পুত্র (৪) কন্যা (৫) স্বামী ও (৬) স্ত্রী। এ ছয়জনের অর্ধেকই নারী।

- আল-কুরআনে নারীর অংশ নির্ধারিত করে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যাবিল ফুরুযের[১৭] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাবিল ফুরুয মোট ১২ জন। এ ১২ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র পুরুষ এবং বাকি ৮ জনই মহিলা। অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দ্বিগুণ। এত অধিক সংখ্যক মহিলার মীরাস লাভ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না।
- আল্লাহর বাণী: "এক পুত্র দুই কন্যার সমপরিমান অংশ পাবে" অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে। পুত্রের অংশ কমবেশি পাওয়া বা না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে বোন, বৈপিত্রেয় বোনের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী তথা মাতার দিক দিয়ে সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছে।
- ইসলামের মীরাসী আইন অনুসারে কন্যার অংশ সকল অবস্থায় সমান। অর্থাৎ কন্যা অবিবাহিতা বা বিবাহিতা, পুত্র বা কন্যার মা, বন্ধ্যা যাই হোক সকল অবস্থায় পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবে। অন্ধ, বোবা, বধির, দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হলেও সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকলেও কন্যা অংশ পাবে।
- ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোন ও পৌত্রীর মীরাস রয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এদের জন্য অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে মীরাসের কোন অংশ রাখা হয়নি।
- স্ত্রী সকল অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মীরাস পাবে। মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস জীবিত থাক আর না থাক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না। স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বঞ্চিত হবে না।
- মৃত ব্যক্তির মাতা সর্বাবস্থায় মীরাস পাবে। মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র. স্ত্রী, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলেও মাতা অংশ পাবে। প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার ইচ্ছামত ব্যয়, দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারবেন।

[১৭] **যাবিল ফুরুয বা আসহাবুল ফারায়িয** (নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ): যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত রয়েছে। এরা মোট ১২ জন। ৪ জন পুরুষ যথা: (১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী এবং ৮ জন মহিলা যথা: (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) নাতনী, (৪) সহোদরা বোন (৫) বৈপিত্রেয় বোন, (৬) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী ।

উপসংহার

উপরে ইসলামসহ কয়েকটি ধর্ম তথা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মীরাসী আইনে নারীর অধিকারের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদানের দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। ইসলাম নারীকে যতটুকু সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছে অন্য ধর্ম তা করেনি। বরং বিভিন্নভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে। জীবনস্বত্ব নামক অপমান ও লাঞ্ছনামূলক উত্তরাধিকার প্রদান করে নারীকে খাট করা হয়েছে। কোন কোন ধর্মে কোন কোন অবস্থায় ওয়ারিসদের দীর্ঘ তালিকায় নারীকে এমন স্থান দেয়া হয়েছে যে, তাদের মীরাস না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও নারীর যথার্থ অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাই ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিকল্প নেই।